



88130 - ববিহরে প্রস্তাব দয়ের শরয়িতসম্মত কার্যধারাগুলো ককি

প্রশ্ন

ববিহরে প্রস্তাব দয়ের আগে করণীয় সুন্নাহ কী কী? অর্থাৎ কোনও যুবক যদি কোনও ময়েকে বয়ি করতে চায় তাহলে ময়েরে পরবারে কাকে পাঠাবে? যদি ময়েরে সম্মতিতে তার পরবার প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহলে এরপরে বাগদানের পূর্বে কী কী পদক্ষেপে রয়েছে? যমেন: মোহরানা নরিধারণ এবং স্বামীর কাছ থেকে প্রত্যাশতি অন্যান্য বস্তু ... মোহরানা নরিধারণের সময় সূরা ফাতহা পড়া কিসুন্নতসম্মত? বয়িরে বাগদানের দিন এবং বাসরের দিন স্যুট পরা কিসুন্নতসম্মত? নাকি পরনের অন্য কোনও পোশাক আছে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কোনও মানুষ যদি বয়িরে ইচ্ছা পোষণ করে এবং কোনও নরিদ্ষিট ময়েকে বয়িরে প্রস্তাব দেওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা করে, তাহলে সে একাকী কথিবা তার কোনও আত্মীয় যমেন: বাবা অথবা ভাইকে সাথে নিয়ে ময়েরে অভিব্যক্ত করে কাছে যাবে। অথবা সে অন্য কাউকে প্রস্তাবের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবে। এক্ষেত্রে প্রশস্ততা রয়েছে। সমাজের প্রচলিত রীতি অনুসরণ করা উচিত। কোনও কোনও দেশে প্রস্তাবদাতা একাকী যাওয়াকে দোষ হিসেবে গণ্য করা হয়। সেটি বিবেচনায় রাখতে হবে।

বয়িরে প্রস্তাবদাতার জন্য প্রস্তাবিত নারীকে দেখা শরয়িতসম্মত। কারণ তরিমযী (১০৮৭), নাসাঈ (৩২২৫) এবং ইবনে মাজাহ (১৮৬৫) বর্ণনা করেছেন: মুগীরাহ ইবনে শূ'বা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে: তখন তিনি একজন নারীকে বয়িরে প্রস্তাব দিয়ে প্ররোণ করেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন: 'তুমি তাকে দেখে নবি। কেননা এটি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা স্থায়ী করবে।' [শাইখ আলবানী সহিহুত তরিমযীতে হাদীসটিকে বশিদ্ধ বলে গণ্য করেছেন]

দুই:

ময়ে ও তার পরবার একমত হলে তখন মোহরানা, বয়িরে খরচ, সময় এবং অনুরূপ বিষয়ের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। এটি প্রথা-প্রচলন অনুসারে বিভিন্ন রকম হয়। পাশাপাশি বিবাহ পূর্ণ করার জন্য স্বামীর প্রস্তুতিও এক্ষেত্রে প্রভাবক। কিছু মানুষ এক মজলসিই বয়িরে প্রস্তাব ও বয়ি সম্পন্ন করে ফলে। কউে কউে বয়িরে প্রস্তাবের তুলনায় বয়িরে

আকদকে বলিম্ব করে অথবা বাসরকে বয়িরে তুলনায় দরৌতে করে। এগুলো সবই জায়যে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহাকে যখন বয়ি করেন তখন আয়শোর বয়স ছিল ছয়। তাকে নিয়ে তিনি বাসর করেন যখন আয়শোর বয়স নয়। [হাদীসটি বুখারী (৫১৫৮) বর্ণনা করেন]

তনি:

বয়িরে বাগদানে কথিবা বয়িরে আকদে সূরা ফাতহি পড়া সুন্নত নয়। বরং সুন্নত হলো খুতবাতুল হাজত তথা প্রয়োজনরে খুতবা পড়া। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরেকে বয়ি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে খুতবাতুল হাজত পড়া শখিয়িছেন। খুতবাটি হলো:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .

অর্থ: ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি ও তাঁর নিকট ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনশ্টি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন তাকে কটে পথভ্রষ্ট করত পারবে না এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নাই। আমি সাক্ষ্য দই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রসূল।

“হে ঈমানদারগণ। আল্লাহকে যেরূপ ভয় করা উচিত তোমরা তাকে তদ্রূপ ভয় করো এবং মুসলমান থাকাবস্থায় ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না।” [সূরা আল ইমরান: ১০২]

“হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গণীকে সৃষ্টি করছেন এবং তাদের দুজন থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিচ্ছেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাকো এবং জ্ঞাতদিরে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নশিচ্য আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবক্ষক।” [সূরা নসি: ১]



“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের কার্যাবলি সংশোধন করে দাবিনে এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাবিনে। যে কউে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে আনুগত্য করে সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।”[হাদীসটি আবু দাউদ (২১১৮) বর্ণনা করেন এবং শাইখ আলবানী সহহি আবু দাউদে হাদীসটিকে সহহি বলে গণ্য করেন]

ফতোয়া বৈয়াক স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘কোনো নারীকে বয়রে প্রস্তাব দেওয়ার সময় সূরা ফাতহা পড়া কি বদিআত?’ তাদের উত্তর ছিল: ‘কোনো পুরুষের জন্য নারীকে বয়রে প্রস্তাব প্রদান করতে গিয়ে অথবা বয়রে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় সূরা ফাতহা পড়া বদিআত।’[সমাপ্ত]

চার:

বয়রে বাগদান (প্রস্তাব-দান), বয়রে আকদ বা বাসরের জন্য কনকে কথিবা বররে কোনো বিশেষ পোশাক নেই। এক্ষেত্রে মানুষদের প্রচলিত রীতিমতে চলা উচিত যতক্ষণ না সঠিক শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। সুতরাং বররে জন্য স্যুট বা অনুরূপ কিছু পরতে কোনো অসুবিধা নেই।

যদি কনকে পুরুষের দখলে পায় তাহলে কনকে এমন পোশাক পরবে যা তাকে ঢেকে রাখে, যমেনটি বয়রে আগের বা পরের তার পরনে থাকে। আর যদি কনকে শুধু নারীদের ভেতরে থাকে তাহলে সে সাজগোছ করবে এবং নিজের পছন্দমত পোশাক পরিধান করবে। তবে অপচয়-বাড়াবাড়ি থেকে বরিত থাকবে এবং ফতিনা হয় এমন কিছু পরিহার করবে।

আর বয়রে আংটি পরা বর-কনকে কোনো জন্মই বধি নয়। কারণ এতে কাফরের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয়।

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাকে এমন কাজ করার তৌফিক দান করুন যা তিনি পছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।